ছাত্রলীগের সম্মেলন এবং...

`ÕeQi ci ci m‡¤§jb K‡i bZb KwgwU Kivi K_v MVbZ‡š¿ _vK‡jI cvuP eQ‡i Zv nqwb| PjwZ gv‡mi †kl mßv‡n ev c‡ii gv‡mi c_g mßv‡n GB m‡¤§jb n‡Z hv‡”Q| gj `‡ji bxwZwbaviK‡`i m‡½ K_v e‡j Rvbv †M‡Q, Avmb KwgwU‡Z cvavb¨ _vK‡e Zvi“‡Y¨i... রিপোর্ট **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

ডেটলাইন ৪ জানুয়ারি ২০০৬। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র‌্যালি। সমাবেশে প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ছাত্রলীগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ওবায়দুল কাদের ঘোষণা দিলেন, ‘আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে ছাত্রলীগের সম্মেলন।’ এ নিয়ে তিন দফা ঘোষণা দেয়া হলেও কাঙ্ক্ষিত সম্মেলন হয়নি।

সম্মেলন না হলে ছাত্রলীগ চাঙ্গা হবে না- এটা প্রতিষ্ঠিত সত্যে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি উপলব্ধি করছে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও। যে কারণে এবার সম্মেলন হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে আগামীতে মূল নেতৃত্বের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সম্ভাব্য প্রার্থীরা এখন ব্যস্ত নিজের যোগ্যতা প্রমাণে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলছে। দলীয় সভানেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের সব কলাকৌশল ব্যবহার করছে। কার্যত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা মাঠে নয়, ঘাটে। সর্বশেষ ২০০২ সালের ৪ এপ্রিল পল্টন ময়দানে সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়। লিয়াকত সিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করে ২০১ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়। বর্তমান নেতৃত্ব সরকারবিরোধী কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলেও দলের সাংগঠনিক ভিতকে সুদৃঢ় করেছে। সম্মেলন হতে যাচ্ছে- এ ধরনের সংবাদে দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয় ও সুযোগসন্ধানী নেতারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ক্রমেই দলের মধ্যে লবিং-গ্রুপিং বেড়ে চলেছে।

বর্তমান কমিটির প্রায় চার বছর

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগের জন্ম। ’৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি জাতীয় ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ছাত্রলীগ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছে। ’৬২-র শিক্ষা আন্দোলন ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০-এর নির্বাচন, ’৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছে। ’৭৫ সালে জাতির জনকের শাহাদত বরণের পরও ছাত্রলীগ যুগোপযোগী দায়িত্ব পালন করেছে। ’৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে সংগঠনটি গতিহীন হয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক চলতে গিয়ে সারা দেশে অবস্থান দুর্বল করে ফেলে। ২০০১ সালে ক্ষমতা থেকে বিদায় নেবার পর ছাত্রলীগ হাওয়ায় মিশে যায়। ঢাকার রাজপথ কাঁপানো ক্যাডাররা রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। সংগঠনটির নাজুক অবস্থা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ভাবিয়ে তোলে। নির্বাচনে পরাজয়ের এক বছরের মধ্যে সম্মেলন করে নতুন নেতৃত্বের কাছে দায়িত্ব দেয়া হয়।

জেলে থাকা অবস্থায় লিয়াকত সিকদারকে সভাপতি ও নজরুল ইসলাম বাবুকে সাধারণ সম্পাদক করে ১৮৯ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। বাকি ১২টি পদ তাদের জন্য রেখে দেয়া হয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মারুফা আক্তার পপি এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন সাইফুজ্জামান শিখর। দেলোয়ার হোসেনকে সভাপতি ও হেমায়েত উদ্দিন হিমুকে সাধারণ সম্পাদক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। কারাগার থেকে বের হবার পর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের হাল ধরেন। সামসুন্নাহার হল ট্র্যাজেডি, বুয়েটে

‘ছাত্রনেতা হিসেবে যারা পরিচিতি পাবে তাদের বয়স ৩০ বছরের অধিক হওয়া উচিত নয়’

কাজী জাফর উল্লাহ এমপি
প্রেসিডিয়াম সদস্য, আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : আগামী ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের সম্মেলনের তারিখ সাংগঠনিক সভানেত্রী ঘোষণা দিয়েছেন। ছাত্রলীগের এ সম্মেলন কি ছাত্র রাজনীতিতে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আনবে বলে মনে করেন?

কাজী জাফর উল্লাহ : ছাত্রলীগের বর্তমান সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন জেলে ছিল। যে কারণে সম্মেলন হতে দেরি হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের ব্যাপারে যে সময়সীমা দিয়েছেন তার মধ্যেই সম্মেলন হবে।

এ ইতিবাচক পরিবর্তনটা হচ্ছে নতুন তরুণ নেতৃত্ব। যারা রাজপথের আন্দোলনে ছিল, যাদের নেতৃত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যারা মেধাবী তরুণ তাদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব বেছে নেয়া উচিত। ছাত্রনেতা হিসেবে যারা পরিচিত হবে তাদের ছাত্রত্ব থাকতে হবে। ছাত্রনেতা হিসেবে যারা পরিচিতি পাবে তাদের বয়স ৩০ বছরের অধিক হওয়া উচিত নয়। নেতৃত্বের আশায় বছরের পর বছর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনা করা, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে এসে ছাত্রনেতা পরিচয় দিয়ে আবার নেতৃত্বে আসার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়া ঠিক নয়। ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ছাত্রদের মধ্যে থাকা উচিত। সাংগঠনিক গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতেই এই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা উচিত।

সনি হত্যা, হুমায়ুন আজদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। তবে ভিসি আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরীকে অপসারণ আন্দোলন, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মশালা সবার প্রশংসা কুড়িয়েছে। সাংগঠনিকভাবে গত চার বছরে দল এগিয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, ছাত্রলীগের ৮৪টি সাংগঠনিক জেলা ইউনিটের মধ্যে ৮০টি জেলা ইউনিটের সম্মেলন হয়েছে ও পূর্ণাঙ্গ কমিটি বিদ্যমান। দীর্ঘদিন যেসব জেলায় সম্মেলন হতো না, সেসব জায়গায় কমিটি হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩০০টি কলেজ ইউনিট, ৪৫০টি থানা ইউনিট ও ৭০ ভাগ স্কুলে ছাত্রলীগের কমিটি গঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি স্থগিত থাকলেও সব হলে কমিটি রয়েছে। ঢাকা মহানগরের ৭০টি ওয়ার্ডে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এ সময়ে ছাত্রলীগের নিয়মিত প্রকাশনা মাতৃভূমির ৭টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের বিভিন্ন সময়ে সাংগঠনিক জেলা ইউনিটগুলোতে সফরে পাঠিয়ে সাংগঠনিক বিষয়ে সব তথ্য, জোট সরকারের নির্যাতন-নিপীড়ন, মিথ্যা মামলা, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে তা দলের হাইকমান্ডকে অবহিত করা হয়েছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা শাহজাদা মহিউদ্দিন, মিরাজ হোসেন, মাসুদ হোসেন খানের নেতৃত্বে একটি টিম দেশব্যাপী ছাত্রলীগের কারা নির্যাতিত, মিথ্যা মামলায় জর্জরিত নেতা-কর্মীদের আইনি সহায়তা দিয়েছে। টুঙ্গিপাড়ায় প্রশিক্ষণ কর্মশালা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় মহানগর প্রশিক্ষণ কর্মশালা আলোচিত হয়েছে। ৫টি প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

ছাত্রলীগের ইতিহাসে অন্যান্য সময় নেতৃত্ব নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্র হলেও এবার তেমনটা হয়নি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং পরবর্তীতে কমিটি স্থগিত হওয়া বেশ আলোচনায় ছিল। সারা বছর ছাত্রলীগ নেতাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রীতি বেশ আলোচনায় ছিল। মেধাবী জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান সব মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

নেতৃত্ব নিয়ে লবিং-গ্রুপিং

দীর্ঘ প্রায় ৪ বছর বর্তমান কমিটির বয়স হওয়ায় নেতৃত্বে ক্ষেত্রে দীর্ঘজট সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলন ঘিরে বেড়েছে তৎপরতা চলছে লবিং-গ্রুপিং। ছাত্রলীগের ফরিদপুর এবং বরিশাল গ্রুপ সব সময় সক্রিয় ছিল। '৯৬ সালে দল ক্ষমতায় এলে সৃষ্টি হয় বাগেরহাট গ্রুপ। বর্তমানে ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, বরিশাল এবং বাগেরহাট গ্রুপ বিভিন্ন অংশে ভাগ হয়ে কাজ করছে। এর বাইরে এবার নতুন প্রত্যাশার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয়ের উত্তরবঙ্গ-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যে কারণে উত্তরবঙ্গের ছেলেরা ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্রলীগের শীর্ষ পদের দাবিদার। এ দাবির পেছনে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং দু'জন সাংগঠনিক সম্পাদকের বিশেষ আশীর্বাদ রয়েছে। সব শেষে লবিং-গ্রুপিংয়ে বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রুপ সভাপতি এবং উত্তরবঙ্গ গ্রুপ সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে যেতে পারে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। তবে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে সব শ্রেণীর নেতা-কর্মী জানিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ যা চায়

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের বিরাট অংশ মৌলবাদী দর্শনের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রদের স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানানোর জন্য নতুন নেতৃত্বকে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হবে, যারা ছাত্রছাত্রীদের অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী হওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে। আওয়ামী লীগ মনে করছে, এমন নেতৃত্ব বের করতে হবে, যারা অতীত ঐতিহ্যের আলোকে ছাত্রলীগকে আদর্শিক চিন্তা চেতনায় গড়ে তুলতে পারে। ছাত্র নেতৃত্ব যাতে কমার্শিয়াল চিন্তাধারা পরিবর্তন করে, আদর্শগত ধ্যান-ধারণা পোষণ করে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। দলীয় হাইকমান্ড ধর্মনিরপেক্ষতা, মৌলবাদ প্রতিরোধ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার বিষয় বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। আওয়ামী লীগের বেশির ভাগ নেতা বার্ধক্যতায় ভুগছে। তারা চাচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে। গত ১৫ বছরে জাতীয় রাজনীতিতে ছাত্রলীগের তুলনায় ছাত্রদলের প্রাধান্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যা অপপ্রচার, অস্ত্রের রাজনীতিসহ সব ক্ষেত্রে ছাত্রদল এগিয়ে রয়েছে। অপরদিকে মৌলবাদী ছাত্রশিবিরের অগ্রযাত্রাও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক মহল সচেতনতা ও

'২৭-২৮ ফেব্রুয়ারিতেই ছাত্রলীগের সম্মেলন হবে'

ওবায়দুল কাদের
যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

সাপ্তাহিক ২০০০ : ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ঘোষণা দিয়েছিলেন মার্চের প্রথম সপ্তাহে সম্মেলন হবে। আবার ঘোষণা এসেছে ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন হচ্ছে। আদৌ সম্মেলন হচ্ছে কি?

ওবায়দুল কাদের : হ্যাঁ, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমি বলেছি আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহে সম্মেলন হবে। আমি সাংগঠনিক সভানেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আগামী ২৭-২৮ তারিখে ছাত্রলীগের সম্মেলন হবে।

২০০০ : বর্তমানে ছাত্রলীগের কমিটি কীভাবে কাজ করছে?

ওবায়দুল কাদের : এ কথা সত্য, বর্তমানে ছাত্র রাজনীতিতে সেই গৌরবময় ধারা নেই। তবে বর্তমানের ছাত্রনেতারাও গৌরবময় ধারা ধরে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

২০০০ : অনেকেই অভিযোগ করে, সম্মেলন হচ্ছে না বলে সংগঠনে ধারাবাহিকতা থাকছে না বা সংগঠন চাঙ্গা হচ্ছে না। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

ওবায়দুল কাদের : যেকোনো সংগঠনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য নিয়মিত সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন। তবে সম্মেলন না হবার কারণে সংগঠন চাঙ্গা হচ্ছে না এ কথা ঠিক নয়। ইতিমধ্যে সারা দেশে প্রায় সব সাংগঠনিক জেলায় নতুন কমিটি হয়েছে। তবে ছাত্রলীগে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। নিয়মিত সম্মেলনের মাধ্যমে সাংগঠনিক নেতৃত্বে যে জ্যাম হয়েছে তা দূর করা সম্ভব হবে। সংগঠনে গতিশীলতা সৃষ্টি হবে। ছাত্রলীগকে একটা বিষয় পরিষ্কার মনে রাখতে হবে বর্তমান বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার যে নীল নকশা এঁকে যাচ্ছে তা দূর করতে তাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে সংগঠন আরো গতিশীল হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সম্মেলন হয়নি। এবার মার্চেই সম্মেলন হবে।

২০০০ : আপনি তো ঘোষণা দিয়েছিলেন, ছাত্রলীগকে ছাত্রলীগের হাতেই ছেড়ে দেবেন।

ওবায়দুল কাদের : আমি এখনো এ চিন্তাধারায় বিশ্বাস করি। আর যে কারণে কোনো বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করিনি। তারা স্বাধীনভাবে সাংগঠনিক কাজ পরিচালনা করেছে। ছাত্রলীগ তার অতীতের গৌরবময় ইতিহাস ধরে রেখে ভবিষ্যৎ প্রগতিশীল ছাত্ররাজনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

দূরদর্শিতার সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করছে। এবারে ছাত্রলীগের নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো অধিকতর গুরুত্ব পাবে তা হলো :

১. নিয়মিত ছাত্র ২. মেধাবী ছাত্র ৩. ভালো ক্রীড়াবিদ ৪. কৃতী শিল্পী ৫. আলোচিত বিতার্কিক ৬. রাজপথের সাহসী সৈনিক ৭. রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়, প্রকৃত ছাত্রদের মধ্য থেকে উঠে আসা নেতৃত্ব ৮. আকর্ষণীয় চেহারা ও ব্যক্তিত্ব ৯. বয়স ৩০ বছরের উর্ধ্বে নয় ১০. পিতা বা আত্মীয় পরিচয় নয় ১১. আঞ্চলিকতার বিষয় নয় ১২. যারা ধানমন্ডি ৩ নম্বর ও ৫ নম্বরে ঘোরাঘুরি করে না ১৩. যারা মধুর ক্যান্টিনে সময় দেয় ও সাধারণ ছাত্রদের মাঝে থাকে ১৪. ভৌগোলিক বিবেচনায় যারা দেশে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে ১৫. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাজীবন শেষ করে এখন পেশাদার ছাত্রনেতা হতে চায় তাদের বাদ দেয়া ১৬. শীর্ষ নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার রাজনীতির বিষয় প্রাধান্য দেয়া। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জানিয়েছে, আদুভাই মার্কা ছাত্রনেতা নয়, একঝাঁক টগবগে তরুণ ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসছে।

যারা ধানমন্ডি ৩ নম্বর কার্যালয় এবং নেত্রীর বাসভবনে সিনিয়র নেতাদের পেছনে ঘুরঘুর করে তাদের বাদ দেয়া হবে। যারা নেতৃত্বে এসে বড় ভাই বা আত্মীয়দের মনোনয়ন নিশ্চিত করতে চান বা নিজেই প্রার্থী হতে চান এ ধরনের নেতৃত্ব বাদ দেয়া হবে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকমন্ডলীর অন্যতম সদস্য এবং প্রভাবশালী প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ এমপি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘ছাত্রলীগের নেতৃত্ব তরুণ উদীয়মান ছাত্রনেতাদের হাতে দেয়া উচিত। যারা নেতৃত্বের আশায় বছরের পর বছর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বদল করে ছাত্র সেজে আছে বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে এসে ঢাকায় ছাত্রলীগ নেতা হয়েছে, আবারও নেতৃত্বে আসতে চায় তাদের বাদ দেয়া উচিত। ছাত্রলীগের নেতৃত্ব ছাত্রদের হাতেই থাকা শ্রেয়তর বলে মনে করি।’

এছাড়া নেতৃত্বের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য রয়েছে কি না তা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হবে। ক্যাডারভিত্তিক রাজনীতি নয়, মেধাভিত্তিক রাজনীতি হবে এবারের নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

প্রতিযোগিতায় যারা

অনুষ্ঠিতব্য সম্মেলনকে ঘিরে সভাপতি পদে যাদের নাম জোরালোভাবে উঠে এসেছে তারা হলেন শাহজাদা মহিউদ্দিন, মারুফা আক্তার পপি, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, আনিসুর রহমান, আশারাফুল আজম রুবন, সাখাওয়াত হোসেন শফিক, আমিনুল ইসলাম আমিন, অসিত বরণ বিশ্বাস, ওহিদুর রহমান টিপু প্রমুখ।

‘সুযোগসন্ধানীরা স্থান পাবে না’

আফম বাহাউদ্দিন নাছিম
mfvcwZ, AvIqvgx †¯”Qv‡meK jxM

২০০০ : সম্মেলন না হওয়ার জন্য ছাত্রলীগ গতিহীন হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নাছিম : ছাত্রলীগ কখনই গতিহীন ছিল না, বর্তমান খালেদা-নিজামী জোট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ সম্মুখ ভাগে থেকে আন্দোলন করেছে। আমার বিশ্বাস, আসন্ন সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নতুন নেতৃত্ব বেরিয়ে আসবে।

২০০০ : ছাত্রলীগকে ছাত্রলীগ পরিচালনা করতে পারবে না। বাইরে থেকে যা বলা হয় তাই পালন করে। এ ক্ষেত্রে সিনিয়র নেতারা প্রভাব রাখেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

নাছিম : আপনি যে বিষয়টি অভিযোগ আকারে বলেছেন তা সত্য নয়। সিনিয়র নেতারা ছাত্রলীগকে পরিচালনা করে না। ছাত্রলীগকে ছাত্রলীগ নেতারাই পরিচালনা করে থাকে।

২০০০ : আগামী নেতৃত্বে আসার জন্য সুযোগ-সন্ধানীরা চেষ্টা করছে।

নাছিম : সব যুগে সব সময় সুযোগসন্ধানীরা তৎপর থাকে। আমার বিশ্বাস, দীর্ঘদিন যারা রাজপথে ছিল যাদের রাজনৈতিক কমিটমেন্ট রয়েছে। তাদের দিয়েই ছাত্রলীগের নতুন কমিটি তৈরি করা হবে।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের নাম আলোচনায় উঠে এসেছে তারা হলেন সাইফুজ্জামান শিখর, খান মইনুল হোসেন মোস্তাক, জহিরউদ্দিন মাহমুদ লিপটন, মাজহার আনাম, জাকির হোসেন মারুফ, আলোক বণিক, খলিলুর রহমান, কামরুল হাসান খোকন, সালাউদ্দিন মাহমুদ চৌধুরী, আবদুল মমিন পাটোয়ারী, মিরাজ হোসেন, আব্দুল আলিম, মাসুদ খান, হেমায়েত উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে যাদের নাম বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে তারা হলেন এমদাদ হাওলাদার, তাজউদ্দিন আহমেদ, পংকজ সাহা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন হিমু, গোলাম সরোয়ার কবির ও আলমগীর হাসান।

দীর্ঘদিন সম্মেলন না হওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়েছে বয়সের জট। যার ফলে শীর্ষপদ প্রত্যাশী প্রায় সব নেতাই পড়াশোনা শেষ করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে। শুধু সম্মেলন না হবার কারণে অনেকেই বিয়ে পর্যন্ত করতে পারছেন না। তবে কম-বেশি সবাই ব্যবসার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির শীর্ষ দুই পদ দীর্ঘদিন স্থগিত করে রাখা হয়েছে। সম্মেলনকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীগের সভাপতি পদে যাদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে তারা হলেন আমিনুল কবীর, শাহাদৎ হোসেন সুজন, ইস্তাক আহমেদ শিমুল, অর্পণা পাল, কবি শংকর রায়, জসিম উদ্দিন, তারেক আল মামুন, মিজানুর রহমান, আলাউল ইসলামে সৈকত, মোক্তারুল হোসেন মিল্টন, মাজহারুল ইসলাম মানিক, সামিউম বাছির আরিফ।

সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যাদের নাম আলোচনায় এসেছে তারা হলেন মোশাররফ হোসেন, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, গাফফারী রাসেল, মাসুদুর রহমান, খায়রুল হাসান জুয়েল, আশরাফুর রহমান শিকদার, জহিরুল ইসলাম, সোহেল রানা টিপু, সীমা ইসলাম। এদের মধ্য থেকে বিগত ৪ বছর যারা আন্দোলন সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, ছাত্রদল কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু ক্যাম্পাস ছাড়েননি তাদের দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ দুই পদ পূরণ করা হবে বলে দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে। শীর্ষ পদ প্রত্যাশী ছাত্রনেতাদের সরকারবিরোধী আন্দোলনের ভূমিকা, সাংগঠনিক গ্রহণযোগ্যতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী যাচাই-বাছাই করেই আগামী নেতৃত্ব তৈরি করা হবে। দীর্ঘদিনের ছাত্ররাজনীতির অভিজ্ঞতা ও সাংগঠনিক দক্ষতা বিশেষ বিচেনায় থাকবে। পাশাপাশি আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতির নেতৃত্ব তৈরি করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলাকেন্দ্রিক ছাত্ররাজনীতি বিকাশের ধারা শুরু হয়েছে, তা অব্যহত থাকবে।

ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনে নেত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকাই মুখ্য। কার্যত তিনি চূড়ান্ত নেতৃত্ব তৈরি করবেন। অনুসন্ধানে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাংগঠনিক সম্পাদক সাবের হোসেন চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর, লিটন চৌধুরী এমপি,

বাহাউদ্দিন নাছিম, এনামুল হক শামীম বেশ ভূমিকা রাখবেন। আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলেরও প্রাধান্য থাকবে। প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মধ্যে জাতীয় তিন নেতা আব্দুর রাজ্জাক এমপি, আমির হোসেন আমু, তোফায়েল আহমেদও কমিটি গঠনে ভূমিকা পালন করবেন। ছাত্রলীগ নেতারা কেন্দ্রীয় নেতাদের বাসায় বাসায় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

সম্মেলন আর কত দূর

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন স্তরে আলোচনার বিষয় এবারের সম্মেলন। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও প্রভাবশালী প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক এমপি সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'ছাত্রলীগ এ দেশের ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় অধ্যায়ের ধারক ও বাহক। চলমান আন্দোলনকে কোরবান করতে ছাত্রলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নেতৃত্ব বিকশিত হওয়ার জন্য সময়মতো সম্মেলন হওয়া দরকার'।

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক ডাকসু ভিপি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, 'ছাত্রলীগ একটি ঐতিহ্যবাহী গতিশীল সংগঠন। সংগঠনকে গতিশীল রাখার জন্য নিয়মিত সম্মেলন হওয়া জরুরি।'

সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম বলেন, 'ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের প্রধান অঙ্গ সংগঠন। সরকারবিরোধী সব আন্দোলনেই ছাত্রলীগ সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। আমি মনে করি, ছাত্রলীগকে আরো গতিশীল করার জন্য অবিলম্বে সম্মেলন হওয়া উচিত।'

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু বলেন, 'আমরা ছাত্রলীগ দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় সঠিকভাবে পরিচালনা করেছি। তার নির্দেশে তার দর্শনকে দেশের ছাত্রসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। তার নির্দেশে ছাত্রলীগ সব অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। সংগঠনের স্বার্থে যখন দলীয় সভানেত্রী মনে করবেন তখনই সম্মেলন হয়ে যাবে।'

ছাত্রলীগ সহসভাপতি শাহজাদা মহিউদ্দিন বলেন, 'নেতৃত্বের বিকাশে যথাসময়ে সম্মেলন হওয়া জরুরি। দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশে আমাদের নেতা ওবায়দুল কাদের কর্তৃক ঘোষিত সময়ের মধ্যে সম্মেলন হবে বলে আমি আশা করি।' সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল বলেন, 'ছাত্রলীগের ইতিহাস হচ্ছে বাঙালির ইতিহাস। সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি হলে দল চাঙ্গা হবে। সরকার বিরোধী আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হবে।'

ছাত্রলীগের সহসভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, 'দীর্ঘদিন পর ছাত্রলীগের এ সম্মেলন নেতা-কর্মীদের মাঝে প্রাণের সঞ্চার করেছে।'

সহসভাপতি শাখাওয়াত হোসেন শফিক বলেন, 'যথাসময়ে সম্মেলন হলে ছাত্রলীগ আরো গতিশীল হতো। রাজপথে পরীক্ষিত ত্যাগী নেতাদের নিয়েই আগামীতে নতুন কমিটি হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুজ্জামান শিখর আশা করে বলেন, 'সম্মেলন সময়ের দাবি। আমাদের বিশ্বাস, দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আগামী ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারি ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়ে যাবে। দলের পরীক্ষিত ও ত্যাগী নেতাদের নিয়েই নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।'

যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খান মইনুল হোসেন মোস্তাক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে সম্মেলন হচ্ছে না, এতে সংগঠনের নেতৃত্বে নানা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। সম্মেলনের দিন ঠিক হয়েছে। আমার বিশ্বাস নির্ধারিত দিনেই সম্মেলন হবে। রাজপথের পরীক্ষিত নেতাদের নিয়েই আগামী দিনের নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হবে বলে আমার বিশ্বাস।

জহির উদ্দিন মাহমুদ লিপটন বলেন, সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন কমিটি হলে সরকার বিরোধী আন্দোলনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এম এ মোমিন পাটোয়ারি বলেন, 'রাজপথে যারা সক্রিয় ছিল তাদের নিয়েই কমিটি হওয়া উচিত।

ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, ছাত্রলীগের গতিশীলতার স্বার্থে নিয়মিত সম্মেলন হওয়া অপরিহার্য।'

দলীয় সূত্রে জানা গেছে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নের ব্যাপারটি দলীয় সভানেত্রীর বিশেষ বিবেচনায় রয়েছে। এ অবস্থায় ছাত্রলীগের নতুন সম্মেলনের ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন। আগামী নেতৃত্ব গঠনের ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শীর্ষ দুই পদের একটি নির্ধারণ করা হোক। অপর অংশের দাবি, ভোটের মাধ্যমে আগামী কমিটি তৈরি হোক। জানা গেছে, দুই দিনব্যাপী ছাত্রলীগের পুনর্মিলনী ও জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম দিন সকালে সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। তার আগে সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা বক্তব্য রাখবেন। দুপুরে খাবারের বিরতির পর জেলা নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখবেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। পরদিন সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। বিদায়ী ও নতুন সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক একসঙ্গে বসে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবেন। এটাই ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের প্রত্যাশা।

†de"qwii ২৭-২৮ বা মার্চের ৩-৪, যখনই হোক না কেন, ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগের স্বার্থেই সম্মেলন হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব। যোগ্য নেতৃত্বের পূর্বশর্ত হওয়া উচিত 'ছাত্র'। অর্থাৎ ছাত্রদের হাতেই থাকবে ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব। কোনো ছাত্র সংগঠনেই এখন এটা নেই। এ ক্ষেত্রে `ó\Š তৈরি করতে পারে আওয়ামী লীগ। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে কারা আসবে তার একক সিদ্ধান্ত আসে শেখ হাসিনার কাছ থেকে। অনেকেই মনে করছেন এবারও তেমনটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এ কথাও জোর আলোচনায় আছে যে, ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব। এটা যদি সত্যি হয় তবে সেটা হবে খুবই ভালো একটি উদ্যোগ।

সহযোগিতায় : **মহিউদ্দীন নিলয়**

'ভোটের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হবে'

লিয়াকত সিকদার
সভাপতি, ছাত্রলীগ

'জেলা, থানা, কলেজ ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্মেলন করে ছাত্রলীগ সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে ভিত সুদৃঢ় করেছে। প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জোট গঠন করে সরকারবিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখা হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত কর্মসূচি কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পালন করা হয়েছে। আমরা সংগঠনকে একটি শক্ত মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেলাম, যার সুফল পরবর্তী নেতৃত্ব পাবে। সাংগঠনিক নেত্রী চূড়ান্ত তারিখের ঘোষণা দেয়া মাত্র সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করা হবে। সংগঠন দলীয় সভানেত্রীর নির্দেশমতো চলছে।'

'দেশরত্ন শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি সাংগঠনিক জেলার ২৫ জন কাউন্সিলরের তালিকা প্রত্যেকের দুই কপি ছবি ও বায়োডাটা কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্যদের কাছে জমা দেবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ভোটের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে সাংগঠনিক নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রসমাজকে দিকনির্দেশনা দেবেন। জাতির সুশিক্ষিত মেধাবী সন্তান সজীব ওয়াজেদ জয় সম্মেলনে উপস্থিত থাকেবন- এ প্রত্যাশা ছাত্র সমাজের।'